শ্রবণ ও আনুগত্য (আস-সাম’অ ওয়াত-ত্বা’য়া)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর পরিবার পরিজনের উপর।

জামায়াত ছাড়া ইসলাম নেই, জিহাদ নেই।

উমর (রাঃ) বলেছেনঃ **“জামায়াত ছাড়া ইসলাম নেই, ইমারাহ ছাড়া জামায়াত নেই, আনুগত্য ছাড়া ইমারাহ নেই”।** (ইবনে আব্দুল বার, জামিউল বায়ানিল ইলম)

যে কোন জামায়াতের জন্য আনুগত্য, শুনা ও মানা খুবই জরুরী। সত্য কথা হলোঃ শুনা ও মানা ছাড়া কোন জামায়াত টিকে থাকতে পারে না। বিশেষতঃ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য একত্রিত জামাতকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শুনা ও মানার যোগ্যতা প্রদর্শন করতে হয়। কারণ এই জামায়াত শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, এছাড়া শয়তানও এই জামায়াতকে পদচ্যুত করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালায়। সবদিক থেকে সাধারণ কাজের জন্য একত্রিত কোন জামায়াতের চেয়ে জিহাদী যে কোন তানজীমকে অনেক বেশী শ্রবণ ও আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে।

মাসউলদের আনুগত্য করা ফরজ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ **“তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসুলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর (নির্দেশ দানের অধিকারী) রয়েছে তাদের”।** (সূরা আলে ইমরানঃ ১০৩)

তাই আমাদের উপর আমাদের মাসউলদের আনুগত্য করা ফরজ। এটা কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয় যে যখন ইচ্ছা ইমারার নির্দেশ মানলাম। আর যখন ইচ্ছা মানলাম না।

রাসুল (সাঃ) আরো বলেছেনঃ

«من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني»

“যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো, সে আল্লাহর অবাধ্য হলো। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করলো, সে আমার আনুগত্য করলো। যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হলো, সে আমার অবাধ্য হলো”। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ)

সুবহানাল্লাহ, আমীরের আনুগত্যকে রাসুল (সাঃ) তাঁর নিজের আনুগত্যের মতো উল্লেখ করেছেন। এবং তা আল্লাহর আনুগত্যের মতো। মাসউলদের আনুগত্য করার জন্য এর চেয়ে বেশী দলীল আর কি প্রয়োজন আছে?

জিহাদী তানজীমের জন্য শুনা ও মানা জরুরী।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, **“আর আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের হুকুম দিচ্ছি; যা আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেনঃ আল জামাআহ এবং শোনা এবং মানা এবং হিজরত ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ”।** (মুসলিম, আহমাদ)

রাসুল (সাঃ) এর নির্দেশ আমাদের জন্য শিরোধার্য্য, কিন্তু কথার গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য তিনি আল্লাহর নির্দেশের কথাও উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদিস এটাই প্রমাণ করে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য জামায়াতবদ্ধ থাকা, শুনা ও মানা কতটা জরুরী!!

সকল অবস্থায় শুনতে ও মানতে হবে।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **“শাসকদের নির্দেশ শোনা তোমাদের প্রতি ফরজ; ভাল এবং খারাপ, ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায়, অথবা যদি অসংগতভাবে অন্যকে তোমার উপর প্রাধান্য দেয়া হয় তবুও”।** [মুসলিম]

সুবহানাল্লাহ। মাসউলদের সকল নির্দেশ আমাদের পছন্দ হবে কিংবা ভালো মনে হবে এমন নয়। কিন্তু তারপরও তা মেনে নিতে হবে। সত্যকথা হলোঃ যখন নির্দেশটা আমাদের মর্জি মাফিক হবে না, তখনই বুঝা যাবে আমরা মাসউলদের কতটুকু আনুগত্য করছি?

উবাদা বিন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

دعانا رسول الله فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايَعَنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، عسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع « الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» .

“রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমরা তাকে বাইয়াত দিলাম। তিনি তখন আমাদের থেকে যে বায়াত নেন, তার মধ্যে ছিল – **‘আমরা শুনবো ও মানবো, আমাদের অনুরাগে ও বিরাগে, আমাদের সংকটে ও স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আমাদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিলেও যোগ্য ব্যক্তির সাথে আমরা নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল করবো না।’ তিনি বলেন, যতক্ষণ না তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাবে এবং তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল থাকবে।’” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)**

অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই আমাদেরকে আমীরের নির্দেশ মানতে হবে। এবং নেতৃত্বের জন্য কোন্দল করা যাবে না।

«على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلاّ أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» .

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **“একজন মুসলিমকে (আমিরের নির্দেশ) শুনতে হবে এবং মানতে হবে যদি সে তা পছন্দ করে অথবা অপছন্দ করে, যতক্ষন না সে মাসিয়াহ (আল্লাহর অবাধ্যতার) নির্দেশ দেয়। যদি সে অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়, তাহলে কোন শুনা এবং মানা নেই”।** [বুখারী, মুসলিম]

আমাদেরকে শুধু এটা খেয়াল রাখতে হবে, যে কাজের নির্দেশ আমাকে দেয়া হচ্ছে তা কি আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কিনা? শরীয়াতের খেলাফ কিনা?

আমীর মামুরের থেকে কম যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও শুনা ও মানা জরুরী।

রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ **“তোমরা আমীরকে শুনো ও মানো যদিও কিসমিসের সমান আকৃতির মাথাওয়ালা হাবশী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়”।** (সহীহ বুখারী)

রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ **“যদি নাক কাটা কোন ক্রীতদাসও তোমাদের উপর আমীর নিযুক্ত করা হয় এবং সে যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদেরকে পরিচালনা করে তবে তার কথা শুনো ও মানো”।** (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ)

যদি আমীর কোন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব না হয় কিংবা মামুর এর চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্নও হন, তবুও আমীরকে শুনা ও মানা মামুরের কর্তব্য। কারণ আপাতঃ বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন মামুরকে নতুন আমীর নিয়োগ দেয়া হলেও তার চেয়ে আরো বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন লোক সামনে আসতে পারে। এভাবে চলতে থাকলে অনবরত শুধু আমীর পরিবর্তন করতে হবে। এভাবে কোন নিযাম চলতে পারে না।

সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু সম্ভব শুনা ও মানা জারি রাখতে হবে।

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলেন, **“আমরা যখন রাসুল (সাঃ) এর নিকট শুনা ও মানার বাইয়াত করতাম, তিনি বলতেন ‘যতটুকু তোমাদের সামর্থ্য আছে’”।** (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

তাই আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যথাসাধ্য আমীরদের আনুগত্য করতে চেষ্টা করবো।

রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ

قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمع وأطع

“তোমাদেরকে শ্রবণ ও আনুগত্য করতে হবে যদিও আমীর তোমাদেরকে প্রহার করে এবং অন্যায়ভাবে তোমাদের মাল হরণ করে”।

সুতরাং, যদি আমীর আমাদের উপর কোন যুলুমও করে, তারপরও আনুগত্য করতে হবে। তাহলে যুলুম না করলে আনুগত্য না করার অযুহাত কি থাকতে পারে?

আমীরের ভুল-ত্রুটি, গুনাহ থাকলেও শুনা ও মানা জরুরী।

রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ

ألا من وَلِيَ عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنّ يداً من طاعة

“সাবধান!কারো উপর কোন আমীর নিযুক্ত হলে সে যদি ঐ আমীরের কোন গুনাহ দেখতে পায়, তাহলে যেনো সে গুনাহটিকে অপছন্দ করে কিন্তু আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে না নেয়”।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **“যদি কেউ তার আমিরের মধ্যে এমন কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে, তার সবর করা উচিত কারণ যে মুসলিম সমাজ থেকে এক বিঘত পরিমান দূরে যায়, সে মারা যায় তাদের মত যারা মারা গিয়েছে জাহিলিয়্যাতের সময়ে”।** [বুখারী, মুসলিম]

মাসউল যে ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে থাকবেন এমন নয়। তার কোন ভুল-ত্রুটি, গুনাহ থাকতে পারে। তারপরও তার নির্দেশ শুনা ও মানা জারি রাখতে হবে।

আমীরের আনুগত্যের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা জরুরী।

»أربع من كُنّ فيه كان منافقاً خالصاً: من إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خَصلة منهنّ كانت فيه خَصلة من نفاق حتى يدعها«

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ **"চারটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভংগ করে, চুক্তি করলে গাদ্দারী করে, ঝগড়া করলে গালি দেয়। আর এর একটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা পরিত্যাগ না করে"।**

যখন আমীরের আনুগত্যের শপথ নেয়া হয় কিংবা বাইয়াহ দেয়া হয়, সেটা এক প্রকার ওয়াদা ও আহাদ যা পূরণ করা জরুরী। শরয়ী কারণ ব্যতীত যে ব্যক্তি এই ওয়াদা ও আহাদ থেকে দূরে সরে গেলো, তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি শাখা আছে।

»لكل غادرٍ لواءٌ يُنْصَبُ له يوم القيامة بغدرته« .

রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ **"প্রত্যকে গাদ্দার এর সাথে বিচার দিনে একটি পতাকা থাকবে যা তার গাদ্দারী প্রকাশ করবে"।** (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

আমীরের সাথে আনুগত্যের চুক্তি ও শপথ করার পর তার সাথে গাদ্দারী করলেও কি একই শাস্তি পেতে হবে না?

আমীরকে দেয়া আহাদ ভংগ করার কিংবা তাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি না রাখা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। শপথ ভংগ করার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেনঃ

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً.

"যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ সত্ত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন"। (সূরা ফাতহঃ ১০)

আল্লাহ আরো বলেনঃ

وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون.

"আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন"। (সূরা নাহলঃ ৯১)

মুমিনদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

.الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق

“এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না”। (সূরা রা’দ” ২০)

আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে যথাযথভাবে শুনা ও মানার তৌফিক দান করেন এবং ইমারার প্রতি আমাদের আহাদ-ওয়াদা সঠিকভাবে মেনে চলার তৌফিক দান করেন।